ঢাকা, ২০ জুন ২০২৪, প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ব শরণার্থী দিবসে অনলাইন আন্তর্জাতিক সেমিনারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মর্যাদা দাবি

**জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষর না করেও ভারত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশি শরণার্থীকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, বাংলাদেশও রোহিঙ্গাদের এ স্বীকৃতি দিতে পারে**

ঢাকা, ২০ জুন ২০২৪: আজ বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষে কোস্ট ফাউন্ডেশন ও কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম (সিসিএনএফ) অনলাইনে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করে। সেখানে বক্তারা বলেন, শরণার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলে অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে। এখন দরকার তাদের স্বীকৃতি।

নারীপক্ষের শিরীন হকের সভাপতিত্ব ও কোস্ট ফাউন্ডেশনের রেজাউল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনলাইন সেমিনারে দেশি ও বিদেশি শরণার্থী বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, এশিয়া প্যাসিফিক রিফিউজি রাইটস নেটওয়ার্ক (এপিআরআরএন)-এর ক্লাউস ডিক নিয়েলসেন ও হাফসার তমিজউদ্দিন, ইনহারিড ইন্টারন্যাশনালের গোপাল শিয়াকোটি, ফরটিফাই রাইটসের জন কুইনলি, ডিজাস্টার ফোরামের গওহার নঈম ওয়ারা, শরণার্থী ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর, ইপসার আরিফুর রহমান, কক্সবাজার জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী, সিসিএনএফের জাহাঙ্গীর আলম ও মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ম্যাক্স। সেমিনারে মূল বক্তব্য পাঠ করেন কোস্ট ফাউন্ডেশনের বরকত উল্লাহ মারুফ। এছাড়াও কক্সবাজারে মানবিক সহায়তা কাজে যুক্ত প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী এই অনলাইন সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

মূল বক্তব্য উপস্থাপনের সময় কোস্ট ফাউন্ডেশনের বরকত উল্লাহ মারুফ বলেন, রোহিঙ্গা শিশুদের এখন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট নেই বলে সে শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ কম। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেয়া হলে তারা ঝুঁকিপূর্ণ পথে সাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে অন্যদেশে যেত না। বৈধ পথে গিয়ে তাদের পরিবারকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারত।

এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চেলর নেটওয়ার্ক এপিআরআরএনের ক্লাউস ডিক নিয়েলসেন বলেন, আন্তর্জাতিক এজেন্সিগুলোর উচিত কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিওসমূহকে রোহিঙ্গা রেসপন্সে কাজ করার জন্য তহবিল জোগান দেয়া। কারণ তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে।

রোহিঙ্গা হিসেবে জন্মলাভ করে বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে অবস্থানরত এবং এপিআরআরএন নেটওয়ার্কের মহাসচিব হাফসার তমিজউদ্দিন বলেন, মিয়ানমারের মংডু ও বুথিডংয়ে এখনও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এটা আন্তর্জাতিক মহল জানে না। তিনি বলেন, অন্যদেশের সাথে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আলোচনায় যেন স্বচ্ছতা থাকে, এটা আমরা চাই।

যুক্তরাষ্ট্রের ফরটিফাই রাইটসের জন কুইনলি বলেন, শরণার্থীদের অনেক অধিকারের মধ্যে সমাবেশের অধিকার, অন্যত্র যাবার অধিকার ও মতপ্রকাশের অধিকার অন্যতম, যা প্রায়শই খর্ব হয়। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে বাঁচতে কোনো পরিবার যদি অন্যত্র যেতে চায়, তাহলে সে অধিকার তাদের প্রাপ্য।

বাংলাদেশের ডিজাস্টার ফোরামের গওহার নঈম ওয়ারা বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহন করে। জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষর না করেও ভারত তখন তাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশও রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে। তিনি বলেন, শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের লাভ আছে। প্রবাসী শরণার্থীরা হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠায়। স্বীকৃতি থাকলে তারা ব্যাংকের মাধ্যমে বৈধ পথে টাকা পাঠাতে পারত। বাংলাদেশের ফরেন রিজার্ভ বাড়ত।

শরণার্থী ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বলেন, রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে একটা নেতিবাচক মনোভাব আছে, যেন রোহিঙ্গা মানেই অপরাধী। তিনি বলেন, শুধু এপিবিএন দিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে চলমান সংঘাত দমন করা যাবে না। অন্যান্য বাহিনীর সহায়তায় নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া চালাতে হবে। এতে হয়ত, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ লাগতে পারে।

নেপালের ইনহারিড ইন্টারন্যাশনালের গোপাল শিয়াকোটি বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নিজেরই অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার উপর এতো বড় জনসংখ্যাকে আশ্রয় দেয়া অনেক বড় মহানুভবতা।

নারীপক্ষের শিরীন হক বলেন, আমি ২০১৭ সালে যখন ক্যাম্পে গিয়েছি, তখন তারা মিয়ানমারে কী নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেই কথা বলত। কিন্তু এখন গেলে শুনি, তারা শুধু ক্যাম্পের মধ্যে যে নির্যাতন নিপীড়ন চলছে তার কথা বলে। তাহলে, এটা মিয়ানমারে ঘটে যাওয়া ঘটনার চেয়েও বড় হয়ে গেছে।

কোস্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, প্রত্যাবাসন ছাড়া রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে অন্য উপায় নেই। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর উচিত প্রত্যাবাসনের সত্যিকার উদ্যোগ গ্রহন করা। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা ডায়াসপোরা কমিউনিটি এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে।

কক্সবাজার প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী রোহিঙ্গা রেসপন্সে ব্রাক পরিচালিত পুল ফান্ড ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ ২৫%-এর স্বচ্ছতা দাবি করেন।

বার্তা প্রেরক, মোস্তফা কামাল আকন্দ, পরিচালক, কোস্ট ফাউন্ডেশন, ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.net